হিসাববিজ্ঞানের পরিচিতি

ইউনিট 1

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১ ঃ হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ইতিহাস
পাঠ ২ ঃ হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও বিষয়বস্তু
পাঠ ৩ ঃ হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য
পাঠ ৪ ঃ হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা
পাঠ ৫ ঃ হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী
পাঠ ৬ ঃ জবাবদিহিতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা প্রাণী। মানুষ তাই সহজে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে পারে। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে সেবার আদান প্রদান শুরু হয়। তাই সেবা যখন অর্থের মাধ্যমে আদান প্রদান হতে থাকে তখন এই হিসাব নিকাশের প্রয়োজন হয়। এজন্য বলা হয়, হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই পুরাতন। মানুষের জীবন যত বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে, তেমনি হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ঘটনা ঘটতে পারে, সেগুলোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করা হলে, সঠিক ফলাফল বুঝতে পারা যায় না। সুতরাং হিসাববিজ্ঞান হচ্ছে, এমন একটি বাস্তব বিষয় যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিধিবদ্ধ ও নিয়ম অনুসারে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করে উহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং আগ্রহী পক্ষসমূহের নিকট তথ্য প্রকাশ করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১.১ হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ জানতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	লেনদেন, লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ, অর্থনৈতিক তথ্য, আর্থিক ফলাফল, তথ্য বিশ্লেষণ, আর্থিক প্রতিবেদন, মধ্যযুগ, মুদ্রাযুগ, বিনিময় যুগ, আধুনিক যুগ, ব্যক্তিগত জীবন,পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, সরকারী পর্যায়, অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, কর নির্ণয়, জালিয়াতি রোধ, গাণিতিক শুদ্ধতা

বিষয়বস্তু

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ইতিহাস

মানিকনগর গ্রামের জনাব নজরুল ইসলাম এর একটি মুদির দোকান আছে। দোকানটির নাম বন্ধু স্টোর। প্রতিষ্ঠানের মালিক যখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য দুই মণ ময়দা ক্রয় করেন তখন বন্ধু স্টোরের দুই মণ এর মূল্য হিসাবে কিছু নগদ টাকা প্রতিষ্ঠান থেকে হ্রাস পায়, অপর পক্ষে দুই মণ ময়দা প্রতিষ্ঠানে সম্পত্তির ন্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি কারবার প্রতিষ্ঠানে এমন অসংখ্য লেনদেন সংগঠিত হয়। এ সকল লেনদেন গুলো সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধ করার মাধ্যমে আর্থিক ফলাফল নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা নিরুপন এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সেগুলো উহার ব্যবহার কারীদের কাছে পৌছে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে হিসাববিজ্ঞান বলে।

এ বিয়য়ে বিভিন্ন মনীষীগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন -

- **এ. ডব্লিউ জনসন এর মতে** ঃ "টাকায় পরিমাপযোগ্য কারবারী লেনদেন সংগ্রহ, সংকলন, সুসংঘবদ্ধ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক ফলাফল তৈরিকরণ , সেগুলো বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যা করণকে হিসাববিজ্ঞান বলে।"
- **American Accounting Association (AAA)** এর মতে: "যে পদ্ধতি অর্থনৈতিক তথ্য নির্ণয়, পরিমাপ ও সরবরাহ করে, এর ব্যবহারকারীদের বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে সাহায্য করে তাকে হিসাববিজ্ঞান বলে"।

উপরের আলোচনা থেকে হিসাববিজ্ঞানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় -

ক) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সংগ্রহ করা।
খ) সংরক্ষিত লেনদেনগুলো সুশৃংখল ভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়।
গ) আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করার জন্য তথ্যগুলো শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।
ঘ) নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরুপন করা হয়।
ঙ) তথ্যগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, হিসাববিজ্ঞান হলো এমন একটি তথ্য ব্যবস্থা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় কারবারে লেনদেন সংরক্ষণ, লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেনীবিন্যাসকরণ, আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং এগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করে উহার ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানো।

হিসাব বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও ইতিহাস

মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস অনেক প্রাচীন ও বৈচিত্রময়। সভ্যতার পরিবর্তনের ধারায় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। আলোচনার স্বার্থে হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যায়।

১। প্রস্তর যুগ

এ যুগে মানুষ পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত। গাছের ফলমূল পাখি শিকার করে এবং তা খেয়ে বেঁচে থাকত। পশু শিকার করাই হলো তাদের প্রধান পেশা। এই পশু শিকারের সংখ্যা গণনা করার জন্য পাথরের গায়ে দাগ কেটে হিসাব রাখতো। অনুমান করা হয় যে, তাদের এ সংখ্যা গণনার ধারণা থেকে হিসাববিজ্ঞানের পথচলা শুরু।

২। প্রাচীন যুগ

এ যুগে মানুষ পাহাড়ের গুহা হতে বেরিয়ে সামাজিকভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করে। এ সময় তারা কৃষি কাজকে জীবিকা নির্বাহের প্রধান পেশা হিসাবে বেছে নেয়। তারা ঘরের দেওয়ালে ও বাঁশের গায়ে দাগ কেটে কাজের ও ফসলের হিসাব রাখতো। আমাদের দেশে প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও এ ভাবে শস্যের হিসাব রাখতে দেখা যায়।

৩। বিনিময় যুগ

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানষের চাহিদার পরিবর্তন হতে থাকে। এই চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই চাহিদা পূরনের জন্য মানুষ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য আদান প্রদান করতে থাকে এবং চুড়ান্ত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পত্তির লেনদেনের হিসাব রাখতে শুরু করে। তখন এ সকল লেনদেন হিসাব রাখার পদ্ধতি গুলো ছিলো অদ্ভুত। যেমন পেরু দেশে কিপু নামের রঙ্গিন সুতা ব্যবহার করতো। চীন দেশে এব্যাকাস নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করতো।

আবার, রানী এলিজাবেথের রাজত্ব কালের আগ পর্যন্ত এক ধরনের চ্যাপ্টা কাঠি (Tally) ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও গাছের পাতায় আঁচড় দিয়ে, বাঁশের গায়ে দাগ কেটে, কাঠের গায়ে ছিদ্র করে ইত্যাদি ভাবে হিসাব রাখত। তখনও সমাজে মুদ্রা প্রচলন শুরু হয়নি।

৪। মুদ্রাযুগ

বিনিময় প্রথার অসুবিধা জনিত কারণে মুদ্রাযুগ এর প্রচলন শুরু হয়। এখানে অর্থের বিনিময়ে পণ্যের মূল্য নিরুপন করা হয়। অর্থের বা মুদ্রা প্রচলন শুরু হলে ব্যবসায় জগতে ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময় পেশাগত ব্যবসায়ী শ্রেনী ধারে পণ্য ক্রয় বিক্রয় শুরু করে এবং লিখিত ভাবে হিসাব রাখা শুরু করে। ফলে হিসাব রক্ষার পদ্ধতি আরো উন্নত হয় কিন্তু তখনও কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়নি।

৫। মধ্যযুগ

বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থের প্রচলনে হিসাবরক্ষণে ব্যাপক উন্নতি হয়। সভ্যতার ক্রমাগত পরিবর্তনে ব্যবসায় বানিজ্যে এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ইতালীয় ধর্ম যাজক এবং গণিতবিদ লুকাপ্যাসিলিও ১৪৯৪ সালে "সুমা ডি এরিথমেটিকা জিওমেট্রিকা, প্রপোর্শনা এট প্রোপরশনলিটা" নামক গ্রন্থে দুইতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুত্র বর্ণণা করেন। হিসাব রক্ষণের এই নীতিটি সকল ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলন শুরু হয়।

৬। আধুনিক যুগ

লুকা প্যাসিওলিও এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ের উন্নয়নের সাথে সাথে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থারও যথেষ্ঠ পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে হিসাববিজ্ঞানে বিভিন্ন কৌশল ও প্রযুক্তকরণ করার ফলে নতুন করে বেরিয়ে এসেছে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান, বাজেটিয় হিসাববিজ্ঞান, মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান, সামাজিক হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি। এ যুগকে মূলত হিসাবরক্ষণের কম্পিউটার যুগ বলে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিসাবরক্ষণের মধ্যে সমতা আনার জন্য (Accounting Standard Committee) নামে একটি সংস্থা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ এই সংস্থার একটি সদস্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**হিসাববিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য গুলো লিখুন।** **হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাসকে কি কি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বিনিময় যুগ, মধ্যযুগ পার হয়ে হিসাববিজ্ঞান এখন আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি কোথায়?
(ক) আমেরিকা (খ) ইটালী
(গ) ফ্রান্স (ঘ) জার্মান

২। আধুনিক হিসাববিজ্ঞান কত সালে উৎপত্তি হয়?
(ক) ১৯৯৪ (খ) ১৮৯৪
(গ) ১৩৯৪ (ঘ) ১৪৯৪

৩। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের প্রবর্তক কে?
(ক) এ্যাডাম স্মিথ (খ) জি এন কার্টার
(গ) লূকা ডি প্যাসিওলি (ঘ) টমাস ম্যালথাস

৪। লুকাপ্যাসিওলি কে ছিলেন?
(ক) গণিতবীদ (খ) দার্শনিক
(গ) বৈজ্ঞানিক (ঘ) চিকিৎসক

৫। আদিমযুগে মানুষের প্রধান কাজ কি ছিল?
(ক) কৃষিকাজ (খ) ব্যবসায়
(গ) পশুপাখি শিকার (ঘ) ফলমূল সংগ্রহ

৬। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় কত শতাব্দীতে?
(ক) দ্বাদশ শতাব্দী (খ) ত্রয়োদশ শতাব্দী
(গ) পঞ্চদশ শতাব্দী (ঘ) সপ্তদশ শতাব্দী

পাঠ-১.২ হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাব বিজ্ঞানের আওতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বুঝতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের আওতা

১। ব্যক্তিগত জীবনে

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ তার নিজের ও পারিবারিক হিসাব রাখার জন্য হিসাববিজ্ঞান এর নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। একজন ব্যক্তি বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে আয় করেন এবং তা পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করেন। হিসাববিজ্ঞানের নিয়মনীতি অনুসরণ করে তিনি তার আয় ও ব্যয় সামঞ্জস্য করতে পারেন এবং দায় দেনার পরিমান জানতে পারেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত জীবনে হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম বিদ্যমান।

২। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

ব্যবসায়ে সংগঠিত লেনদেনগুলো হিসাবের খাতায় হিসাববিজ্ঞানের নীতি প্রয়োগ করে লিপিবদ্ধ করলে, একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নিরুপন করা সম্ভব। এ জন্য ব্যবসায় বর্তমানে হিসাববিজ্ঞানের নীতি, পদ্ধতি ও কলাকৌশল সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

৩। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, কলেজ, ক্লাব, হাসপাতাল, সমিতি, এতিমখানা, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। তারপরও উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রচুর আর্থিক লেনদেন সংগঠিত হয়। হিসাববিজ্ঞানের কলা কৌশল প্রয়োগ করে এ সকল প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সাথে আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে।

৪। সরকারী পর্যায়

সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অফিস আদালত এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় নির্ণয় বাজেট প্রণয়ন মূল্যায়নের যাবতীয় আর্থিক কর্মকান্ড হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্র হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত।

হিসাববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যাই হোক, আর্থিক লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রকৃত আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরুপন করে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু গুলো উল্লেখ করা হলো-

১। আর্থিক লেনদেনগুলো হিসাবের খাতায় সুশৃংখলভাবে লিপিবদ্ধকরণ।
২। নির্দিষ্ট সময় শেষে লেনদেনগুলো শ্রেণীবদ্ধ এবং সংক্ষিপ্ত করণ।
৩। আর্থিক ফলাফল নির্ণয়।
৪। প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরুপন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**হিসাববিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র কোন কোন পর্যায়ে তা লিখুন।** **হিসাববিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু গুলো কি? কি? তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, মানুষের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ব্যক্তিগত, ব্যবসায় জগতে, অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী পর্যায়ে হিসাববিজ্ঞানের আওতা বিস্তৃত আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি হিসাববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নয়?

(ক) লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ (খ) লেনদেনের ফলাফল নির্ণয়

(গ) আর্থিক অবস্থা নির্ণয় (ঘ) লেনদেনের পরিমান বৃদ্ধিকরণ

২। হিসাববিজ্ঞানের আওতা-

(i) ব্যক্তিগত

(ii) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

(iii) অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

(ক) i, ii (খ) ii, iii

(গ) iii, i (ঘ) i, ii, iii

৩। সরকারী পর্যায়ে হিসাব ব্যবস্থা চালু আছে কি কারণে-

(ক) নিজেদের উন্নতির জন্য (খ) জাতীয় উন্নতির জন্য

(গ) জাতীয় অবনতির জন্য (ঘ) জাতীয় উন্নতি ও অবনতির জন্য

৪। হিসাববিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয় বস্তু -

(i) আর্থিক ফলাফল নির্ণয়

(ii) আর্থিক অবস্থা নির্ণয়

(iii) নিয়ম নীতি অনুসরণ করা

(ক) i, ii (খ) ii, iii

(গ) iii, i (ঘ) i, ii, iii

পাঠ-১.৩ হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে উক্ত দেশের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের উপর। ফলে গতিশীল ব্যবসায়ে হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহার কারীর সংখ্যা যত বেশী হবে উহার গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল -

১। লাভ- লোকসান নিরুপন

প্রতিটি কারবার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা। এ মুনাফা অর্জিত হল কিনা, তা লাভ-ক্ষতি হিসাবের মাধ্যমে নিরুপন করা সম্ভব যা হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ান্তে লাভ-লোকসান নিরুপন করা হয়।

২। **আর্থিক অবস্থা নিরুপন**

একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর যেমন লাভ-লোকসান নিরুপন করা হয়, তেমনি ঐ সময়ে কি পরিমান দায় সম্পত্তি রইল তাহা নিরুপন করা হয়। তাই হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরুপন সম্ভব হয়।

৩। **তথ্য সরবরাহ**

হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেন স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই অতীতের কোন তথ্য প্রয়োজন হলে তা দ্রুত সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

৪। **ব্যয় নিয়ন্ত্রক**

যত কম ব্যয় সংগঠিত হবে তত বেশী মুনাফা অর্জিত হবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়গুলো চিহ্নিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

৫। **কর নিরুপন**

হিসাববিজ্ঞানের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে সঠিক ভাবে হিসাব রাখা হলে আয়কর, বিক্রয়কর নির্ধারণের জন্য কর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য আয় বিবরণী তুলে ধরা সম্ভব।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে উক্ত দেশের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের উপর। আর এ বিষয়টি হিসাববিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু। হিসাববিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল -

১। স্থায়ী ভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা ঃ হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল আর্থিক লেনদেন গুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্থায়ী ভাবে হিসাবের খাতায় সংরক্ষণ করা। ফলে ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

২। **আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা ঃ** একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে ক্রয় বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা হয়।

৩। **আর্থিক অবস্থা নিরুপন করা ঃ** হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের কি পরিমান দায় ও সম্পত্তি রয়েছে তা উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে জানতে সহায়তা করা হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

৪। **নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা** ঃ ভবিষ্যতে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহন ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহন এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দরকার হয়। যাহা হিসাববিজ্ঞানের আয় বিবরণী আর্থিক অবস্থা নিরুপনের মাধ্যমে ও প্রতিবেদন তৈরীর মাধ্যমে ব্যবস্থাপককে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করে।

এ ছাড়া আরও উদ্দেশ্য রয়েছে -

ক) গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা।
খ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা।
গ) জালিয়াতি রোধ করা।
ঘ) কর নির্ধারণে সহায়তা করা।
ঙ) মুল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**ব্যসসায় পরিচালনা করতে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা গুলো লিখুন। হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য গুলো কি কি তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যবসায় জগত পরিচালনা করা একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানে লাভ লোকসান নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা নিরুপণ, তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি?
(ক) লাভ লোকসান তৈরী করা (খ) সমাজ সেবা করা
(গ) নিয়ম অনুসরণ করা (ঘ) ব্যবসায় পরিচালনা করা।

২। হিসাববিজ্ঞানের কাজ কোন ভিত্তির অর্ন্তভূক্ত?
(ক) উদ্দেশ্য ভিত্তিক (খ) প্রয়োজন ভিত্তিক
(গ) পরিবর্তনশীল (ঘ) আচরণ ভিত্তিক

৩। হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনের আওতা কেমন?
(ক) ক্ষুদ্র (খ) ব্যপক
(গ) চওড়া (ঘ) খুব কম

৪। কোনটির ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না?
(ক) আর্থিক অবস্থা নির্ণয় (খ) লাভ লোকসান তৈরী
(গ) বিক্রয় বৃদ্ধি করতে (ঘ) কাজের শৃঙ্খলা তৈরীতে

পাঠ-১.৪ হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক সুবিধাগুলো জানতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা

হিসাববিজ্ঞান ছাড়া ব্যবসায় জগত কল্পনা করা যায় না। হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সংখ্যাগত ও সিদ্ধান্তগত কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে সহযোগীতা করে, ফলে এর সুবিধা অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়।

১। আর্থিক লেনদেনের স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন গুলো স্থায়ী ভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা থাকলে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত সরবরাহ সম্ভব হয়।

২। লাভ-লোকসান নিরুপন

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা। এই মুনাফা নির্ণয় করতে হলে লাভ-লোকসান হিসাবের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। প্রতিষ্ঠানে মুনাফা অর্জিত হলে, অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং ক্ষতি-অর্জিত হলে অন্যরকম সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৩। প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরুপন

হিসাব কালশেষে ব্যবসায়ের উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে কি পরিমান সম্পত্তি, কি পরিমান দায় এবং কি পরিমান মূলধন রইল তা জানা যায়।

৪। আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা

সঠিক ভাবে হিসাবের খাতায় লেনদেন লেখা থাকলে প্রকৃত ভাবে কতটুকু আয় এবং এর জন্য কতটুকু ব্যয় হয়েছে জানা যায়। কোন ক্ষেত্রে ব্যয় কমাতে হলে বা আয় বৃদ্ধি করতে হলে তা পরিস্কার বুঝতে পারা যায়।

৫। আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গ্রহন করতে হয়। তার মধ্যে আর্থিক পরিকল্পনা অন্যতম। এ জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি।

৬। ভুল সংশোধন

যেহেতু হিসাববিজ্ঞানের নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে লেনদেন লিপিবদ্ধ করে, সেহেতু এর মাধ্যমে হিসাবের ভুল সহজে সংশোধন করা যায়।

৭। গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই

দুই তরফা দাখিলার মাধ্যমে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়। এজন্য খতিয়ানের ডেবিট জের ও ক্রেডিট জেরগুলো নিয়ে একটি রেওয়ামিল তৈরি করা হয়। যার মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৮। কর নির্ধারণ

সঠিক ভাবে হিসাব রাখলে আয়কর, বিক্রয় কর, সম্পদকর ইত্যাদি নির্ণয় করার জন্য কর কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহনযোগ্য আয় বিবরণী উপস্থাপন করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে কারবার জগতে আমরা কি? কি? সুবিধা পেয়ে থাকি সেগুলো লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কারবারের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হয় হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে। হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা নিরুপন, আর্থিক পরিকল্পনা, ভুল সংশোধন এবং কর নির্ণয় সহ অনেক কার্যাবলী সহজে সম্পন্ন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধ করে?

(ক) আর্থিক লেনদেন (খ) আর্থিক ঘটনা

(গ) অনার্থিক ঘটনা (ঘ) সাধারণ ঘটনা

২। হিসাববিজ্ঞান কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করে?

(ক) পরিচালনা সংক্রান্ত (খ) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

(গ) আর্থিক সংক্রান্ত (ঘ) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

৩। হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কোন অবস্থা নিরুপন করে?

(ক) আর্থিক অবস্থা (খ) কার্যাবলীর অবস্থা

(গ) মালিকের নিজের অবস্থা (ঘ) কর্মচারীদের অবস্থা

পাঠ-১.৫ হিসাব বিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহারকারী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহারকারী কারা তা জানতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের শেষ কাজ হলো তথ্য সরবরাহ করা। এই তথ্য প্রতিষ্ঠানের বাহিরে (External) এবং ভিতরে (Internal) উভয় পক্ষসমুহ ব্যবহার করে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহারকারীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

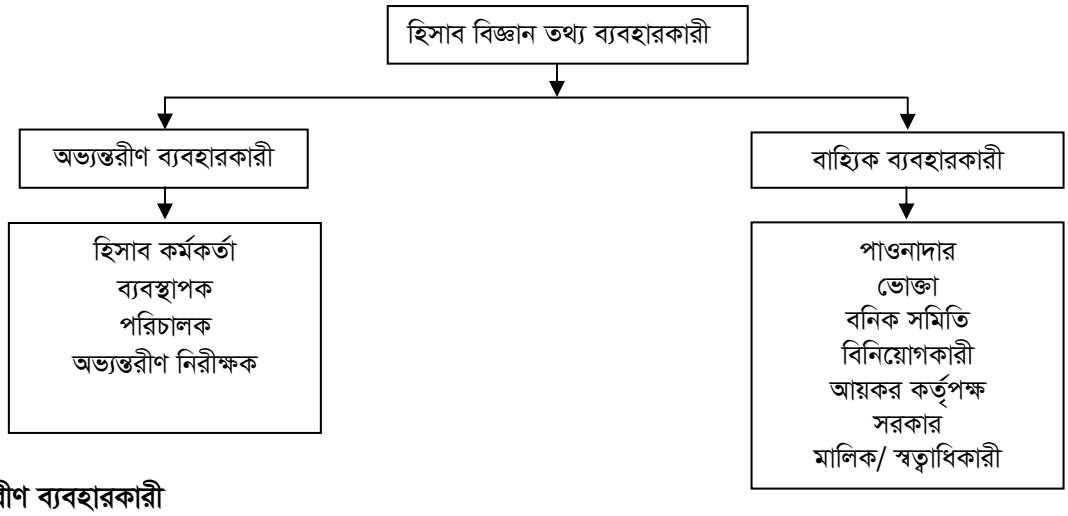

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী

১। **হিসাব কর্মকর্তা ঃ** প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য হিসাব কর্মকর্তা প্রণয়ন করে। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড নির্বাহ করতে বিভিন্ন সময় এ তথ্য তার প্রয়োজন হয়।

২। **ব্যবস্থাপক ঃ** ব্যবস্থাপক তাঁর অধঃনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে কাজ করার সময় এ সকল তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের নির্দেশনা, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩। **পরিচালক ঃ** প্রতিষ্ঠানের কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে, হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক তথ্য প্রয়োজন হয়। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য ছাড়া কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় না। তাই পরিচালকের নিকট এ তথ্য অতীব জরুরী।

৪। **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ঃ** নিরীক্ষকের প্রধান কাজ হল, হিসাবের সত্যতা যাচাই করা এবং মূল্যায়ন করা। হিসাব তথ্য ছাড়া নিরীক্ষা কাজ করা অসম্ভব।

বাহ্যিক ব্যবহারকারী

১। **পাওনাদার**

পাওনাদার ধারে পণ্য সরবরাহ করে থাকেন। ফলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে কিনা তা জানার জন্য হিসাব তথ্য প্রয়োজন।

২। **ভোক্তা**

প্রতিষ্ঠানের ভোক্তা হিসাব তথ্য ব্যবহার করেন। যখন পণ্য উৎপাদনের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে তখন পণ্যের মূল্যও কমে যায়। ফলে হিসাব তথ্য ভোক্তার জন্যেও প্রয়োজন আছে।

৩। **স্বত্বাধিকারী ঃ** প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের বিনিময়ে অর্জিত আয় সম্পর্কে জানার জন্য এ সকল তথ্য প্রয়োজন। তাদের মূলধন কতটুকু নিরাপত্তায় আছে এবং ভবিষ্যতের সাফল্য সম্পর্কে অনুমান করতে পারে।

৪। **বনিক** সমিতি

কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্যের উপর পর্যালোচনা করে বনিক সমিতি তাদের নীতিমালা তৈরি করে।

৫। **বিনিয়োগকারী**

বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগকৃত অর্থ নিরাপত্তায় আছে কিনা তা জানতে চায়। হিসাব তথ্যের উপর নির্ভর করে পুনঃ বিনিয়োগ করবে, নাকি বিনিয়োগ উঠিয়ে নিবে এ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

৬। **আয়কর কর্তৃপক্ষ**

কর ধার্যের সময় যে কোন প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী প্রয়োজন। আয় বিবরনীতে সঠিক আয় প্রর্দশন করা হয়েছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। সুতরাং হিসাব তথ্য ছাড়া কর ধার্য করা যায় না।

৭। **ঋণ দাতা**

যে কোন ঋণদাতা উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ঋণ প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও সুদ ফেরত, নিরাপত্তা বিবেচনা করে ঋণ প্রদান করেন।

৮। **সরকার**

দেশের সরকার প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্য ব্যবহার করে। হিসাব তথ্যের উপর নির্ভর করে বিক্রয়কর, আয়কর, ও ভ্যাট ধার্য করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**হিসাববিজ্ঞানের তথ্য, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কারা তা লিখুন। প্রতিষ্ঠানের বহিরাগত তথ্য ব্যবহারকারী কারা তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পক্ষ সমূহ হিসাব তথ্যের উপর নির্ভর করে তাদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হিসাববিজ্ঞানে কয় প্রকারের তথ্য ব্যবহারকারী আছে?

(ক) এক প্রকার (খ) দুই প্রকার

(গ) তিন প্রকার (ঘ) চার প্রকার

২। কোনটি অভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবহারকারী?

(ক) মালিক (খ) পাওনাদার

(গ) বিনিয়োগকারী (ঘ) ঋণদাতা

৩। হিসাব তথ্যের বাহ্যিক ব্যবহারকারী -

(i) পাওনাদার (ii) বিনিয়োগকারী (iii) ব্যবস্থাপক

(ক) i, ii (খ) ii, iii

(গ) iii, i (ঘ) i, ii, iii

৪। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য সমূহ কি কাজ করে?

(ক) বিনিয়োগকারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে (খ) ফলাফল নির্ণয়ে সাহায্য করে

(গ) ভুল ত্রুটি নির্ণয়ে সাহায্য করে (ঘ) জুয়াচুরী রোধ করে

পাঠ-১.৬ জবাবদিহিতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানে জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে ভূমিকা আছে কি না জানতে পারবেন।
- মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভুমিকা আছে কিনা জানতে পারবেন।

জবাবদিহিতা

কোন ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব ও বন্টিত কাজ সঠিক ভাবে সম্পন্ন করে তার ফলাফল আদেষ্টাকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে জবাবদিহিতা বলে। সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কারো কাছে জবাবদিহি করে থাকে।

জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

১। প্রতিটি দায়িত্বের কেন্দ্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করে দেওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানে অপচয়, অপব্যয়, তহবিল চুরি ও জালিয়াতি কমে যায়।

২। প্রতিটি আর্থিক কর্মকান্ডে হিসাব ব্যবস্থার প্রতিফলিত হয়। এ জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

৩। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে দাায়িত্ব বন্টন ও উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হলে, তারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ হিসাবে গণ্য করে। ফলে সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়।

৪। অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান থাকলে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালনে সচেতন হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের জীবনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞান অনেক অবদান রাখে। হিসাববিজ্ঞানে জবাবদিহিতা না থাকলে প্রতিষ্ঠানে আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মূল্যবোধ

সমাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হচ্ছে মূল্যবোধ। যে সকল ধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মানুষের আচার-আচরণকে এবং কার্যাবলীকে পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সে গুলোকে একত্রে মূল্যবোধ বলে।

মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

১। ধর্মীয় অনুশাসন

সম্পদের সৃষ্ট ব্যবহার এবং আর্থিক কর্মকান্ডের হিসাব-নিকাশ প্রদানের দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের ধর্মীয় কর্তব্যের অর্ন্তভূক্ত।

২। নৈতিক চরিত্র গঠন

হিসাবের খাতায় প্রতিটি লেনদেন সময় মত লিপিবদ্ধ করা। সঠিক ভাবে আর্থিক ফলাফল তৈরি করার মাধ্যমে মানুষকে ন্যায় ও অমূল্য চারিত্রিক গঠনে ভূমিকা রাখে।

৩। সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতা

হিসাববিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে হিসাব সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, যা একজন মানুষকে তার অর্জিত আয় হতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে শেখায়।

৪। **আত্মবিশ্বাস ও স্ব-নির্ভর**
হিসাববিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন, জমা খরচ, আয়-ব্যায় ও লাভ-লোকসান ইত্যাদি হিসাব সম্পর্কে জানতে পারা যায়। ফলে একজন মানুষ যখন আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা গ্রহন করে, তখন সে সহজে তার কর্মকান্ডকে পরিচালনা করতে পারে।

৫। **দূর্নীতি ও জালিয়াতি হ্রাস** ঃ নিরীক্ষা হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে দূর্নীতি পরায়ন ব্যক্তিদের সহজে চিনতে পারা যায়। শাস্তি ও দুর্ণামের ভয়ে ঐ ব্যক্তি তহবিল তছরুপ বা অপব্যয় ইত্যাদি কার্যক্রম হতে বিরত থাকে। ফলে উক্ত মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**কোন কোন উপায়ে জবাবদিহিতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞান ভূমিকা রাখে তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানষের জীবনে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরিতে হিসাববিজ্ঞান অনেক অবদান রাখে। হিসাববিজ্ঞানে জবাবদিহিতা না থাকলে প্রতিষ্ঠানে আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জবাবদিহিতা কি সৃষ্টি করে?
(ক) কর্মহীনতা (খ) দায়িত্ববোধ
(গ) কর্মবিমুখতা (ঘ) দায়িত্বহীনতা

২। জবাবদিহিতা তৈরীতে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখে কোনটি?
(ক) সমাজবিজ্ঞান (খ) হিসাববিজ্ঞান
(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ঘ) অর্থনীতি

৩। হিসাব সচেতনতা মানুষকে গড়ে তোলে-
(i) আত্নসংযমী (ii) বেহিসাবি (iii) আত্নবিশ্বাসী
(ক) i, ii (খ) ii, iii
(গ) iii, i (ঘ) i, ii, iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.১ :	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. ক	৫. গ	৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.২ :	১. ঘ	২. ঘ	৩. খ	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৩ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৪ :	১. ক	২. ঘ	৩. ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৫ :	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৬ :	১. খ	২. খ	৩. গ			